ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মহাসম্মেলন-২০১৭

বক্তব্য

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ এপ্রিল ২০১৭, বৃহস্পতিবার, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের সদস্যবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আয়োজিত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মহাসম্মেলন-২০১৭ -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল দেশের গরীব-দুঃখী ও শোষিত-বঞ্চিত মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পূর্বে ১৯৫৪ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ছাড়া সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

১৯৭২ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান চিন্তা। তিনি দেশের কৃষি ও কৃষককের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেন।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আমলে কৃষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা দেড় লক্ষাধিক সার্টিফিকেট মামলা তিনি প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ২৫-বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করেন। ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ করেন। সার, বীজ, কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণ কৃষকদের মধ্যে প্রায় বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

তিনি বিএডিসি প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করেন। বিনামূল্যে ৩৬ হাজার গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। ১৯৭৩ সালে ঈশ্বরদীতে ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রপতি কৃষি পদক প্রবর্তন করেন।

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষককের ভাগ্যোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের মানুষ সুফল পেতে শুরু করে। কিন্তু দেশী বিদেশী কুচক্রী মহল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। থেমে যায় কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা।

১৯৭৫-পরবর্তী সরকারগুলোর কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হলে বিদেশী সাহায্য আসবে না- এ অজুহাতে কৃষি ও কৃষককে অবজ্ঞা করে উৎপাদনকে স্থবির করে দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের মানুষ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে মঙ্গার কবলে পড়ে।

দেশের রাষ্ট্রীয়করণকৃত পাটকলগুলো বন্ধ করে দেয়। অনেক পাটকল পানির দরে বিক্রি করে দেয়। সারসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়।

আপনাদের মনে আছে সারের জন্য বিএনপি সরকার ১৯৯৫ সালে ১৮জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছিল। ২০০৬ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে বিদ্যুতের দাবীতে আন্দোলনরত ২৪ কৃষককে গুলি করে হত্যা করে বিএনপি-জামাত জোট সরকার।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পায়। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি আমরা।

সকল কৃষি উপকরণ অতিদ্রুত কৃষকদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। সারসহ সকল উপকরণ কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। কৃষি কারিগরি শূন্যপদে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩ কোটি টনে পৌঁছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এলে কৃষি উৎপাদনে আবার স্থবিরতা নেমে আসে। সারের মূল্য উর্ধ্বগতি, কৃষি উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, অনিয়ম, অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এলে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কৃষিতে ভর্তুকি, সকলপ্রকার সারের মূল্য কমানো, বীজ ও সেচ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রণোদনা, মৃতপ্রায় বিএডিসি-কে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

২০০৯ সালে এ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় টিএসপি সারের মূল্য ছিল কেজি প্রতি ৮০ টাকা যা কমে ২২ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। এমওপি সার প্রতি কেজি ৭০ টাকার স্থলে ১৫ টাকা, ডিএপি সার প্রতি কেজি ৯০ টাকার স্থলে ২৭ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এভাবে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান করে সার, বীজ, কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণ কৃষককের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়।

আজ সারের পেছনে কৃষককে দৌড়াতে হয় না। কৃষকের যাবতীয় উপকরণ প্রাপ্তি সহজ করার জন্য ২কোটি ৮লাখ ১৩হাজার ৪৭৭ জন কৃষককে কৃষি উপকরণ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে ১কোটি ১লাখ ১৯ হাজার ৫৪৮ জন কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে।

কৃষকের ফসল উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে আমরা ক্ষমতায় আসার পর জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত কৃষকের মধ্যে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা ভুর্তকি প্রদান করা হয়েছে।

মাঠে ময়দানে কর্মরত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ তথা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও সমমান পদধারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ সংরক্ষণ ও সরবরাহ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ১লাখ ৭০ হাজার ২৮২ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উচ্চফলনশীল উন্নতজাতের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিবর্তনশীল জলবায়ু প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের প্রতি আমরা গুরুত্বারোপ করেছি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ১৪৫টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

দেশের চাষ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও কৃষি শ্রমিকের অভাব মেটানোর জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে ১৬৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। ২৫% কম মূল্যে ৩৮ হাজার ৩২৪টি বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। আমরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। প্রায় ৬ লক্ষাধিক নারীকে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, সংগ্রহ উত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকার ''একটি বাড়ী, একটি খামার প্রকল্প'' গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে চলেছে।

দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় মানুষের কৃষি উন্নয়নের জন্য ৫৭ হাজার ৬৮কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমান সরকার এক মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলে ১৪টি জেলার মানুষের ফসল, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের বিপুল সফলতা লাভ করবে।

বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিক করণের লক্ষ্যে ই-কৃষি বা ডিজিটাল কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

দেশে আজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। বিদেশেও খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে।

দানাদার খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও ডাল, তেল, মসলা উৎপাদনে এখনও আমরা চাহিদা পূরণ করতে পারিনি। এ ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি কর্মকর্তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ মাঠে সরাসারি কৃষকের পাশে থেকে অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছেন। আপনারা কৃষি উৎপাদনে সম্মুখ সারির সৈনিক।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও সমমানের পদধারীদের তৎকালীন বেতনস্কেল ১৪ নম্বর গ্রেড থেকে ১১ নম্বর গ্রেডে উন্নীত করে দিয়েছিলাম।

আপনারা যে সব পেশাগত দাবী-দাওয়া তুলে ধরেছেন সেগুলো সমাধানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দিচ্ছি।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত মধ্যম-আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা সম্ভব না। কাজেই কৃষি বিভাগের কর্মীদের দায়িত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরা সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...